মেহেরপুরে ১২০ টাকায় স্বপ্ন পূরণ, পুলিশে চাকরি পেলেন ৯ জন

মেহেরপুরে সম্পূর্ণ মেধা ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে ১২০ টাকা আবেদন ফি দিয়ে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল পদে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৯ জন। ওয়েটিং লিস্টে রয়েছেন আরও দুইজন।

কনস্টেবল পদে উত্তীর্ণ এসব পুরুষদের নিয়ে শুক্রবার বিকেল ৫টায় মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে মতবিনিময় সভা করেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী।

এ সময় কনস্টেবল পদে চাকরি চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়। শতভাগ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ ৯ জন প্রার্থীর অনেকে তাদের মতামত প্রকাশের সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন।

এসব প্রার্থীর মধ্যে অনেকেই ভ্যানচালক ও কৃষকের সন্তান, অনেকেই আবার অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। তারা শতভাগ স্বচ্ছতা, মেধা ও নিজ যোগ্যতায় চাকরি পেয়ে নিয়োগ-সংশ্লিষ্ট সবার ও বাংলাদেশ পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

চাকরি পাওয়া মো: অমিত হাসান বলেন, আমার বাবা একজন কৃষক। আমি দীর্ঘ চারটা মাঠ করার পর তিনবার ভাইভা দিয়েছি। এবার আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমতে মা-বাবার দোয়ায় ১২০ টাকার বিনিময়ে আমি পুলিশ কনস্টেবল পদে চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয়েছি। আমি কোন দালাল চক্রের সাথে যোগ দিইনি, নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছি।

অমিত হাসানের বাবা বলেন, আমি একজন কৃষক। পরিবারের চারজন সদস্য নিয়ে সংসার চালানো খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমার বড় ছেলে অমিত চাকরি পেয়েছে এতে আমি ও আমার পরিবার খুব খুশি।
আমার ছেলে ১১টা মাঠ করেছে, শেষ পর্যন্ত নিজ যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছে। এটা বড় ব্যাপার, কোনরকম টাকা-পয়সার লেনদেন করা লাগেনি। সর্বপ্রথম আমি আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই। এরপর ধন্যবাদ জানাই এসপিকে, কারণ তিনি কোন রকম দুর্নীতি না করে যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি দিয়েছেন।

মো: মাহফুজ আলী বলেন, আমার আব্বু একজন ভ্যান চালক। ভ্যান চালিয়ে

আমাদের দুই ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ চালিয়েছেন। আমার আব্বু মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের মানুষ করেছেন। আমি নিজের যোগ্যতায় ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল পদে উত্তীর্ণ হয়েছি। পরিবারের পাশে এবং একজন সৎ, যোগ্য পুলিশ হয়ে বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই।

মাহফুজ আলীর ভ্যানচালক বাবা বলেন, আমি একজন ভ্যান চালক। ভ্যানের উপর বাদাম ভেজে বিক্রি করে দুই সন্তানকে পড়াশোনা করাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ, আমি খুবই আনন্দিত আমার ছেলেকে নিয়ে। আজ সে নিজ যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছে। আমার ছেলে বলেছে, তার প্রথম বেতন আমার হাতে তুলে দেবে। আমার ইচ্ছা, সেই প্রথম বেতনটা আমি মসজিদে দিব।

মো: রুমান ইসলাম বলেন, আমার বাবা একজন কৃষক। আব্বু-আম্মুর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আমার চাকরিটা পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য খুব প্রয়োজনীয় ছিল। চাকরিটা পেয়ে আমি ও আমার পরিবার অনেক খুশি। চাকরিটা আমি নিজ যোগ্যতায় পেয়েছি, কোন টাকা-পয়সা বা লেনদেন ছাড়াই। চাকরিটা পেয়েছি শুনে সবার আগে বাবার কথা মনে পড়েছে, কারণ বাবা অনেক কষ্ট করে আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছেন।

পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, আমরা বাংলাদেশ পুলিশ বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে পরিবর্তিত নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করার মাধ্যমে সুনামের সাথে সারা দেশব্যাপী স্বচ্ছতার সাথে ট্রেইনি রিক্রুমেন্ট কনস্টেবল (টিআরসি) সম্পন্ন করে এসেছি। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ এ এ পর্যায়ে টিআরসি রিক্রুমেন্ট কনস্টেবল সম্পূর্ণ হলো।

তারা নিয়োগ পেয়েছেন, তারা তাদের যোগ্যতা, মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ পেয়েছেন। মাঠ পর্যায়ে কাজের মাধ্যমে তাদের দক্ষতার প্রমাণ আপনারা দেখতে পাবেন বলে আশা করি। মেহেরপুরবাসী, সাংবাদিকগণ ও সাধারণ জনগণ সর্বদা পুলিশকে সহযোগিতা করে এসেছেন। আপনাদের সহযোগিতার ফলে আজকে সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আর কোন দালাল চক্রের টাকা-পয়সা লেনদেনের মতো কোন সংবাদ বা তথ্য আমরা পাইনি। যদি কখনও এরকম তথ্য পাওয়া যায় অবশ্যই আমরা তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেব।

দর্শনায় কনস্টেবলের মৃত্যুর ঘটনায় ৭ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ইমিগ্রেশন ভবন থেকে পুলিশ কনস্টেবল শামিম রেজা সাজুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধারের এক মাস পর সাত পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিহত কনস্টেবলের বাবা হাসেম আলী ফরাজী মঙ্গলবার (২০ মে) দর্শনা আমলি আদালতে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলাটি গ্রহণ করে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. তৌহিদুল ইসলাম তদন্তের দায়িত্ব পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-কে দিয়েছেন। মামলায় বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট নাজমুল হাসান লাভলু জানান, আদালত অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

জানা গেছে, কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা শামিম রেজা সাজু চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর আন্তর্জাতিক চেকপোস্টের ইমিগ্রেশন বিভাগে কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গত ১৮ এপ্রিল সকালে চেকপোস্টের নতুন ভবনের দোতলার একটি কক্ষ থেকে তাঁর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সে সময় দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

তবে এক মাসের বেশি সময় পর নিহতের বাবা আদালতে হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় অভিযুক্তরা হলেন—সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) তারেক মাহমুদ, লাভলুর রহমান, মিঠুন হোসেন, সহিদুল ইসলাম, কনস্টেবল মেহেদী হাসান, ইমিগ্রেশন বিভাগের ইনচার্জ সহকারী উপ-পরিদর্শক (এসআই) রমজান আলী ও কনস্টেবল সোহেল রানা।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, শামিম রেজা বিবাহিত এবং তাঁর পাঁচ বছর বয়সী একটি সন্তান রয়েছে। স্ত্রী ও সন্তান পিত্রালয়ে থাকলেও শামিম দর্শনার নতুন ভবনে সহকর্মীদের সঙ্গে থাকতেন। তাঁর পারিবারিক জীবনে কোনো অশান্তি ছিল না।

বাদীর দাবি, দর্শনা ইমিগ্রেশনে যোগদানের পর থেকেই শামিম রেজা

সহকর্মীদের বৈষম্য ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। নানা অজুহাতে আসামিরা তাঁকে হেনস্তা করতেন এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতেন। প্রতিবাদ করায় শামিমকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হতো বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এজাহারে আরও বলা হয়, ১৭ এপ্রিল ১ থেকে ৫ নম্বর আসামি শামিমকে খুনের হুমকি দিলে তিনি তাঁর সহকর্মী ও একই গ্রামের বাসিন্দা কনস্টেবল সোহেল রানাকে (৭ নম্বর আসামি) হোয়াটসঅ্যাপে বিষয়টি জানান। কিন্তু সোহেল রানা তা পরিবারের কাউকে না জানিয়ে উল্টো অভিযুক্তদের বিষয়টি জানিয়ে দেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আসামিরা যৌথভাবে শামিমকে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে আত্মহত্যার নাটক সাজান বলে অভিযোগে দাবি করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু

করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির কনস্টেবল আব্দুল হান্নান(৪৫)।

তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর, সর্দিকাশি ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত ছিলেন। তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে গতকাল রবিবার সকাল ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সে সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃত কনস্টেবল আব্দুল হান্নান কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ইউসুফপুর গ্রামের রিকাত আলীর ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সিভিল সার্জন এএসএম মারুফ হাসান জানান, যেহেতু তিনি করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন, সে কারণে তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে লাশ দাফনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] (ред.) [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted]

এএসআই লিটন মিয়া, পুলিশ কনস্টেবল সাফানুর রহমান, কামাল হোসেন, আবদুল্লাহ আল মামুন, মো. মোস্তফা ও এসআই টুটুল। এদের মধ্যে আসামি মোস্তফা ও টুটুল পলাতক।

এর মধ্যে রিমান্ড মঞ্জুর হওয়া পুলিশের চার সদস্য এবং এ ঘটনায় পুলিশের দায়ের করা মামলার তিন সাক্ষীকে গত শুক্রবার থেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে র্যাব।

যাদের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে তারা হলেন- এএসআই লিটন মিয়া, কনস্টেবল সাফানুর রহমান, কামাল হোসেন, আবদুল্লাহ আল মামুন, পুলিশের দায়ের করা মামলার সাক্ষী মো. নুরুল আমিন, মো. নেজামুদ্দিন ও মোহাম্মদ আয়াছ।

সূত্র- যুগান্তর

ঝিনাইদহে বিট পুলিশিং কার্যক্রম শুরু

“মুজিববর্ষের অঙ্গিকার পুলিশ হবে জনতার” এ শ্লোগান নিয়ে ঝিনাইদহে বিট পুলিশ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রোববার সকালে শহরের ব্যপারী পাড়ায় বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার মোঃ হাসানুজ্জামান।

উদ্বোধন শেষে সারাদেশে করোনায় পুলিশ সদস্যসহ যারা মারা গেছে তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। এসময় পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় পুলিশ সুপার মোঃ হাসানুজ্জামান জানান, জেলার ৬টি উপজেলায় মোট ৮৫টি বিট পুলিশিং কার্যালয় খোলা হবে। পুলিশী সেবা মানুষের দোড় গড়াই পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে বিট পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হচ্ছে। প্রতিটি বিট পুলিশিং অফিসে একজন এস আই, একজন এএসআই ও তিনজন করে কনস্টেবল খাকবে।

তারা মানুষের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহন করবে। তারপর আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মানুষ দ্রুত পুলিশী সেবা পাবে বলে তিনি আরো জানান।